R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

A Great News to all !
FINALLY WEB WORLD EDUCATION Introduces a six months certificate course for beginners & also for professionals.
For Details Contact at
HAQUE PHARMACY
Raghunathganj, Garighat
Ph. (03483) 66295

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং— ১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৬শ বর্ষ
৩৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই মাঘ, বুধবার, ১৪০৬ সাল।
২রা ফেব্রুয়ারী, ২০০০ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

সকালে স্কুল চালুর দাবীতে আদিবাসীরা হাইকোর্টেও যাবেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদপাড়ায় আদিবাসীদের মধ্যে অশিক্ষা দূর করতে ১৯৫৭ সালে ঐ এলাকার যুবকদের প্রচেষ্টায় সকালে একটি আদিবাসী প্রাথমিক স্কুল চালু করা হয়। ১৯৬১ সালে স্কুলটি সরকারী স্বীকৃত পায়। হঠাৎ গত ৩ জানুয়ারী ২000 অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক স্কুলে এসে স্কুলটি দুপুরে চালানর এক লিখিত নির্দেশ দিয়ে যান। শিক্ষা বিভাগের এই নির্দেশে আদিবাসী সম্প্রদায় স্বভাবতঃ ক্ষুব্ধ। তাঁদের বক্তব্য, ছেলে-মেয়েরা সকালে স্কুলে পড়াশোনা করে দুপুরে শূকর, ছাগল, গরু চড়ায়। জমিতে বাবা-মাকে খাবার দিয়ে আসে। দুপুরে স্কুল চালু হলে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের আর পড়াশোনা হবে না। তাই যাতে সকালেই স্কুল চালু থাকে সে ব্যাপারে আদিবাসীদের পক্ষ থেকে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এতে সমাধান না হলে তাঁরা মহামান্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলে জানান।

মৃণালিনী বিড়ি কোম্পানীর প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসব মহাসমারোহে শেষ হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : অরঙ্গাবাদের মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী প্রাঃ লিঃ-র প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসবকে কেন্দ্র করে গত ২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২৩ জানুয়ারী সকালে মৃণালিনী বিড়ি কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত দুই কর্মবীর দুঃখুলাল দাস ও নিবারণচন্দ্র দাস পরিবারের কিশোরী থেকে বৃদ্ধা রমণীদের ৭৫টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সভাপতি তথা জঙ্গিপুরের সাংসদ আবুল হাসনাৎ খান। বিশেব অতিথির ভাষণে মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী মৃণালিনী বিড়ি কোম্পানীর প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসবকে স্বাগত জানিয়ে বলেন এই বিড়ি প্রতিষ্ঠানের আরো শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক, আরো বহু মানুষকে কাজ দিয়ে এঁরা জঙ্গিপুর মহকুমাকে যতটা সম্ভব বেকারমুক্ত করুন। তিনি জানান— জেলার মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ সব কিছু থেকে পিছিয়ে আছে। বিড়ি কর্মীদের চিকিৎসার প্রয়োজনে এখানে হাসপাতাল চালুর কথা জেলা শাসক বার বার উল্লেখ করেন। সভাপতির ভাষণে সাংসদ আবুল হাসনাৎ খান বিড়ি শ্রমিকদের জন্য নির্মিত হাসপাতালটি সত্বর খোলার আশ্বাস দেন এবং সেখানে ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মীদের পোষ্টিং-এর ব্যবস্থা হয়ে গেছে বলে জানান। এই পিছিয়ে পড়া এলাকায় শিক্ষার আলো পেঁৗছে দিতে মৃণালিনী বিড়ি কোম্পানীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় স্কুল ও অরঙ্গাবাদে কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেন হাসনাৎ সাহেব। তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকার এই বিড়ি এলাকা থেকে বছর বছর কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স আদায় করলেও বিড়ি শ্রমিক বা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা কর্ম সংস্থানের ব্যাপারে কোন চিন্তা ভাবনা করছে না। অন্যদিকে এখানে অনেক বিড়ি প্রতিষ্ঠান আছে যারা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে গৃহহারা বা মুমূর্ষু চিকিৎসাধীন বিড়ি শ্রমিক (শেষ পৃষ্ঠায়)

ধুলিয়ান পুরসভার সহস্রাব্দ ও ঈদ উৎসব কাদের টাকায়

বিশেষ সংবাদদাতা : গত ১১, ১২ ও ১৩ জানুয়ারী ধুলিয়ানে পুরসভার পক্ষ থেকে সহস্রাব্দ ও ঈদ মিলন উৎসব উদ্‌যাপিত হ'লো। এর আগে ধুলিয়ানের বিভিন্ন সংস্থা ৩১ ডিসেম্বর রাতে মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করে সহস্রাব্দ উৎসব। ১১ ও ১৩ জানুয়ারী সহস্রাব্দ বরণ ও লোক সংস্কৃতির অনুষ্ঠান এবং ১২ জানুয়ারী ঈদ মিলন উৎসবে পুরসভা লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করায় বহু পুরনাগরিক ক্ষুব্ধ। ধুলিয়ানে প্রচুর অর্থব্যয়ে একবার সহস্রাব্দ উদ্‌যাপন হয়ে গেছে। পুনরায় একই অনুষ্ঠানে পুরসভার বিপুল অর্থব্যয় ধুলিয়ানের ভাঙন ও বন্যায় (৩য় পৃষ্ঠায়)

কলেজে আবার অধ্যক্ষ নিগৃহীত আসবাবপত্র ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজে ছাত্র পরিষদের হাতে আবার নিগৃহীত হলেন অধ্যক্ষ আবু এল শোকরানা। গত ২৮ জানুয়ারী ছাত্র পরিষদের ডেপুটেশনকে ঘিরে উত্তপ্ত কথাবার্তার শেষে শুরু হয় ভাঙচুর ও অধ্যক্ষকে হেনস্তা। ছাত্র পরিষদের দাবী ছিল গত বছর যেসব ছাত্র কলা বিভাগে ভর্তি হয়েছিল তাদের বিভাগ পরিবর্তন করে বাণিজ্য শাখায়, বাইরে থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে আসা এবং বিভিন্ন সাম্মানিক কোর্সের ফাঁকা সীটে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করতে হবে। এছাড়া ছাত্র পরিষদের অভিযোগ তারা সংসদ পাওয়ার পর ঘরে টেবিল, আলমারী, (৩য় পৃষ্ঠায়)

বাজার ঘুরে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই মাঘ বুধবার, ১৪০৬ সাল।

স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প প্রসঙ্গে

সরকারের সাম্প্রতিক ঘোষণা হইতে জানা যায় যে, পাবলিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং অপরাপর নানা সরকারী ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প-গুলিতে সুদের হার কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পাবলিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং ডাকঘরের মেয়াদী আমানত, রেকারিং আমানত, মাসিক আয় প্রকল্প, কিষাণ বিকাশপত্র, এন এস সি (অষ্টম ইস্যু), ন্যাশনাল সে'ভিংস স্কীমগুলির ক্ষেত্রে সুদের হার ১% কমান হইয়াছে।

উল্লেখিত পি পি এফ এবং বিভিন্ন সরকারী ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পগুলির সুদের হার গত বৎসর একবার কমান হইয়াছিল; এই বৎসরও জানুয়ারী মাস হইতে তাহা পুনরায় কমান হইল। তখন ব্যাঙ্কও যে হারে টাকা ঋণ দিত এবং আমানতের উপর যে হারে সুদ দিত, তাহাও কমান হইয়াছিল। দ্বিতীয় দফায় ব্যাঙ্ক ঋণ ও আমানত—এই উভয় ক্ষেত্রেই সুদের হার কমাইবে কিনা, তাহা এখনই ঘোষণা করা না হইলেও অনেকেই আশঙ্কা করিতেছেন যে, উহা কমান হইবে।

স্বল্প সঞ্চয়মূলক প্রকল্পগুলির সুদের হার কমানর ফলে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবেন বলিয়া আশঙ্কা অনেকেরই। এই সব মানুষ অবসরপ্রাপ্ত বার্ধক্যে উপনীত, বিধবা মহিলা প্রভৃতি। যাঁহারা এই ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের সুদের উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাপন করিতেছেন, তাঁহারাই সমস্যায় পড়িবেন। আয়ের অন্য কোনও উৎস না থাকিলে দিনাতিপাত করা (বিশেষতঃ ক্রমবর্দ্ধমান বিভিন্ন জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির ফলে) তাঁহাদের পক্ষে সুকঠিন হইয়া পড়িবে।

ডাকঘরে টাকা জমা রাখার ঝোঁক নানা কারণে বেশীমাত্রায় দেখা যায়। অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্রেও অর্থের বিনিয়োগ করা হয়। তবে ডাকঘরে বিনিয়োগের আকর্ষণ, টাকার নিরাপত্তা এবং আয়কর হইতে ছাড় পাওয়ার হেতুটা প্রবল হওয়ার জন্য। সুদের হার কমিয়া গেলেও স্বল্প সঞ্চয়ের প্রকল্পে নিরাপত্তা বেশী বলিয়া হয়ত অনেকেই সুদের হার কমিয়া যাওয়ার ক্ষতি স্বীকার করিতে চাহিবেন। তবে যাঁহারা ইহাকেই আয়ের একমাত্র সম্বল করেন, আয় কমিয়া গেলে তাঁহারা অর্থাৎ নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মানুষেরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন বেশী।

তাই দেখা যাইতেছে, স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার কমানর সরকারী ঘোষণায় নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষদের কথা আদৌ চিন্তা করা হয় নাই। এই সব মানুষ অন্যভাবে অর্থ বিনিয়োগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। তাঁহারা যে ক্ষতির সম্মুখীন হইতেছেন, তাহা ভাবিয়া দেখা হয় নাই।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ফেব্রুআরী বানান প্রসঙ্গে

গত ২৬শে জানুআরি, ২০০০ 'জঙ্গীপুর সংবাদ' এ প্রকাশিত 'ফেব্রুআরী বানান প্রসঙ্গে' পত্রের প্রত্যুত্তরে এই পত্র। পত্র লেখক সকল কলেজ পড়ুয়া এটা অজ্ঞাতপূর্ব ছিল। তাই কলেজ পড়ুয়া স্নেহাস্পদ ছাত্রদের ব্যক্তিগত আক্রমণ করা শিক্ষক হয়ে আমার পক্ষে সমীচীন নয়। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক সততঃ মধুর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ছাত্রের সব আচরণই শিক্ষকের চোখে ক্ষমাই। তবু আমার স্নেহাস্পদ ছাত্রবৃন্দ যখন আমায় কিছু সৎ পরামর্শ দিয়েছে তা' কতটা 'সৎ' তার একটু আলোচনা না করে পারছি না। 'ফেব্রুআরী' বানানটি পত্র লেখক এই শিক্ষক মশাই-এর আবিষ্কৃত নয়; 'দেশ' পত্রিকায় বহুল ব্যবহৃত। পত্রলেখককে স্নেহের ছাত্রমণ্ডলী আবিষ্কারক বলে নিজের অজ্ঞতাকেই প্রমাণ করেছে। ইংরেজী শব্দ ভাণ্ডারের 'Guaranty', 'Exciting', 'Colour' ইত্যাদি শব্দগুলো কি, অশুদ্ধ? তবে 'X-Citing', 'Warranty', 'Color' শব্দগুলো কেন এল? স্নেহাস্পদ পত্রলেখক-বৃন্দের নিশ্চয়ই এই বানানগুলো দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সত্যি কথা কি উন্নাসিক ব্রিটিশ পণ্ডিতদের বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আমেরিকা তৈরী করে চলেছে ইংরেজী ভাষায় এমনই অজস্র শব্দ। পরিবর্তিত না হলে বাংলা লেখ্য ভাষা তাহলে সাধুই থেকে যেত, চলিত হ'ত না। স্নেহের ছাত্রবৃন্দ আমার 'বিশ্বাস' পদবীকে 'বিস্বাশ' বানান লিখে ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছেন। সৎ পরামর্শ, সন্দেহ নেই। তবে আমি তো সেই পর্যায়ে যাইনি যে ডা: নীলরতন সরকারের মত 'Sircar' বা মাইকেল মধুসূদন দত্তের মত 'Dutt' পদবী লেখার সৎ সাহস দেখাতে পারব। তাঁরা সাহস দেখিয়েছেন, পেরেছেন। আমার স্নেহাস্পদ ছাত্রবৃন্দের মত অনেক মানুষ ছিলেন তখনও। আমি ঐ উচ্চতায় গেলে আমিও পারব। কেননা, পরিবর্তনের আলোকবর্তিকা কাউকে হাতে ধরতেই হয়; নাহলে, ভাষা স্থবির হয়ে যায়। শচীন তেণ্ডুলকর নিজে মারাঠী ভাষায় 'সচিন' বানানটা ব্যবহার করেন। বানানটা যদি অশুদ্ধ হ'ত তবে প্রয়াত মারাঠা সাহিত্যের অধ্যাপক কবি রমেশ তেণ্ডুলকর বানানটা সংশোধন করে দিতেন। আমার স্নেহের ছাত্রবৃন্দ প্রশ্ন তুলেছেন—'এ বিদ্যালয় কারো জ্ঞান প্রদর্শনের বিজ্ঞাপন দেওয়ার সস্তা মাধ্যম হোক আমরা চাই না।' আমি বলি কি, বিদ্যালয়ই শিক্ষকের জ্ঞান প্রদর্শনের একমাত্র মাধ্যম হওয়া উচিত। তবে সস্তা নয়, দায়বদ্ধ মাধ্যম। শিক্ষক বিজ্ঞাপন দেন না তিনি কেমন। ছাত্ররাই বিশেষভাবে জ্ঞাপন (বিজ্ঞাপন) করে তিনি কতটা জ্ঞান রাখেন। তবে কি আমার স্নেহের ছাত্রবৃন্দের কাছে বিদ্যালয়ের বদলে অন্য মাধ্যমকেই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলে মনে হচ্ছে? এই যেমন, 'প্রাইভেট টিউশন'কে? বিদ্যালয়ের মান-সম্মান রক্ষার দায়িত্ব শুধু ছাত্রের একার নয়, শিক্ষকদেরও, একথা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু কলেজ পড়ুয়া পত্রলেখকবৃন্দের সামান্য (?) আক্রমণাত্মক চিঠিটার মধ্যেকার ভুল কি এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর সম্মান হানিকর নয়? যেমন—'আমরা তথা সমাজের সাধারণ মানুষ মনে করি বানান শুদ্ধ-অশুদ্ধ নিয়ে কোন সংশয় প্রকাশ করে না।' এটা বাক্য নয়, শব্দগুচ্ছ। যেমন—'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' উপন্যাস নয়, পত্রাবলী। কলেজ পড়ুয়া এই ছাত্রবৃন্দ তো আর আমার হাতের মধ্যে নেই যে তাদের ভুলগুলোয় 'Under line' করব! অনন্ত জ্ঞান সাগরের কয়েক কলসীমাত্র পান করেছি আমি। রয়েছে অনেক অনেক অপূর্ণ। ছাত্রের মধ্যে দিয়েই শিক্ষক দেখেন তাঁর অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণ হ'তে। সে জ্ঞান কোন শিক্ষককে অপদস্থ করে আসে না—আসে নিরলস পুথিগত ও বাস্তব শিক্ষার মধ্যে দিয়ে। আমার এই অপরিণত ছাত্রবৃন্দ যথার্থ জ্ঞান লাভ করে শিক্ষকমণ্ডলীর গর্বের মানুষ হোক, এই কামনা করি।

বিবেকানন্দ বিশ্বাস (শিক্ষক)
ইন্দিরাপল্লী, রঘুনাথগঞ্জ

[এ প্রসঙ্গে আর কোন চিঠি প্রকাশ হবে না। প্রকাশক / জঙ্গিপুর সংবাদ]

শ্রী মুদ্রণীর নতুন পদক্ষেপ
শ্রীবন্ধু পলি প্রিন্ট
এখানে যাবতীয় বিড়ি, চানাচুর, গুল, পাঁউরুটি মশলা প্রভৃতির পলি লেবেল ও প্যাকেট গ্রাভিয়ার মেসিনে ছাপানো হয়
পোঃ জঙ্গীপুর (মহাবীর তলা)
জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন - ৬৪৬৪৭, এসটিডি - ০৩৪৮৩

সহস্রাব্দ ও ঈদ উৎসব (১ম পৃষ্ঠার পর)

জর্জরিত দরিদ্র মানুষদের বিস্মিত করেছে। এছাড়া ধুলিয়ান পুরসভা ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠা হবার পর পুরসভার পক্ষে এই প্রথম ঈদ মিলন উৎসব উদ্‌যাপনকেও বহু মানুষ সমালোচনা করছেন। তাঁদের মতে পুরসভা দুর্গাপুজোর পর বিজয়া সম্মিলনী বা মহাবীর জয়ন্তীর কোন অনুষ্ঠান না করে হঠাৎ ঈদ উৎসব উদ্‌যাপনে মাতলো কেন ? ঈদ উৎসব অনুষ্ঠানের দিন, রাতে মালদা থেকে অর্কেস্ট্রা দল এনে হিন্দী চটুল গানের আসরও বসানো হয়। এতে যে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয় তা পুরসভা কোন ফান্ড থেকে খরচ করেছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এর প্রতিবাদে স্থানীয় তরুণ সংঘ পোষ্টার লাগায় শহরময়। যেখানে পুরসভার রাস্তাঘাট ভাঙ্গাচোরা, জল নিকাশের ব্যবস্থা নাই সেখানে এই ধরনের অর্থ অপচয়ের প্রতিবাদ জানায়নি কোন রাজনৈতিক দল। অন্যদিকে জানা যায়, কাঞ্চনতলা হাই স্কুল মাঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ধুলিয়ান টাউন লাইব্রেরী দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য বই এর এক প্রদর্শনীরও আয়োজন করে। সেখানে স্থানীয় আরএসপি নেতা নন্দলাল সরকারের দেওয়া ৩১ খন্ড মহাভারতম্‌ প্রদর্শিত হয় বলে খবর। প্রদর্শনীটি সুধীজনদের আকৃষ্ট করে।

অধ্যক্ষ নিগৃহীত, ভাঙ্গচুর (১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্যারাম বা টি টি বোর্ড, বিদ্যুৎ কিছুই নাই। এছাড়া কলেজ থেকে সরস্বতী পুজার জন্য টাকাও নাকি সংসদ পাচ্ছে না। এসব দাবী না মানায় বা দেখছি দেখব বলে টালবাহানা করায় ছাত্র পরিষদ অধ্যক্ষর ঘরে ভাঙ্গচুর করে ও তাঁকে হেনস্তা করে বলে জানা যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ গভর্ণিং বডি ও টিচার্স কাউন্সিলের বৈঠক থেকে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার চেষ্টা করেন। হেনস্তা প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ শোকরানা সাহেব জানান, বিভাগ পরিবর্তন (শেষ পৃষ্ঠায়)

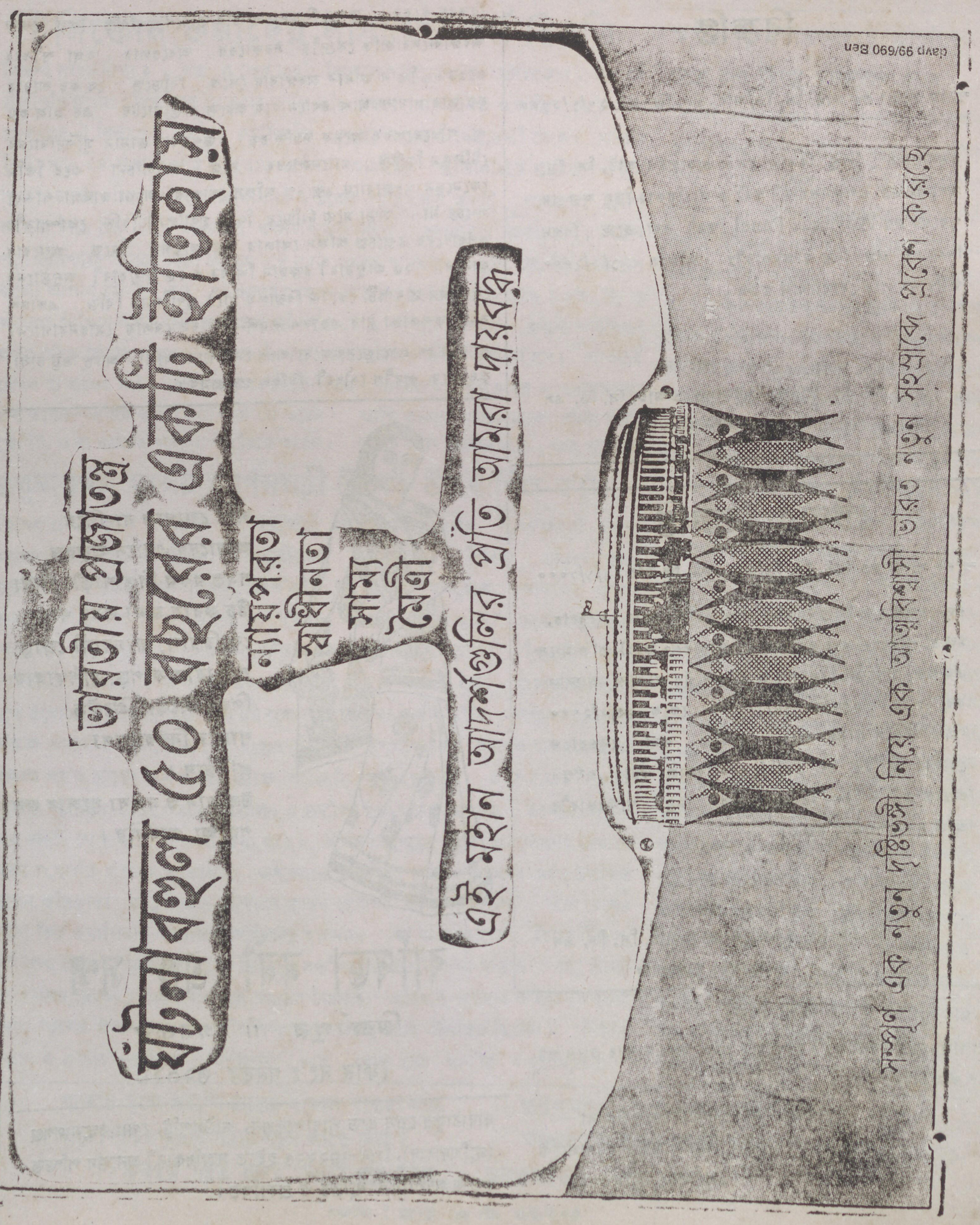

চারণ কবির ১০৪তম জন্মবার্ষিকী প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৮ জানুয়ারী সাগরদীঘি ব্লকের বোখারা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে চারণ কবি গুমানী দেওয়ান স্মরণে দ্বিতীয় রাজ্য কবিয়াল মেলা কমিটির প্রস্তুতি সভা হয়ে গেল। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক পরেশ দাস, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক মালবিকা গোস্বামী, সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশিস ব্যানার্জী, মোজাফ্ফর হোসেন, সাংবাদিক মোঃ আবদুল্লা মোল্লা, কেতকী পাল প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সভাপতি পরেশ দাস বলেন এবারে বিভিন্ন দিক থেকে কবিয়ালদের সমবেত করে অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে হবে। মোজাফ্ফর হোসেন আগামী ৫, ৬, ৭ মার্চ মূল মেলা করার কথা জানান। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক মেলা পরিচালনা নিয়ে গতবার নানা মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ায় এবার মেলা করতে আপত্তি জানান। এই মেলা পরিচালনায় সরকারী বাজেট ধরা হয় সত্তর হাজার টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্মারক সংখ্যা ৩৫ আই, সি, ডি/আর, এন, জি তাং ২০/১/২০০০

রঘুনাথগঞ্জ-১ শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের (আই, সি, ডি, এস, প্রজেক্ট) অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকার কিছু শূন্য পদ পুরণের জন্য Advance Panel তৈরী করা হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে ১/২/২০০০ তারিখের পরে যোগাযোগ করুন।

স্বাঃ
সি, ডি, পি, ও, রঘুনাথগঞ্জ-১ আই, সি, ডি, এস
প্রজেক্ট, মুর্শিদাবাদ

টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তি

স্মারক সংখ্যা ৩৩ আই, সি, ডি/আর, এন, জি তাং ২১/১/২০০০

রঘুনাথগঞ্জ ১নং শিশু বিকাশ প্রকল্পের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, মজুত, পরিবহন এবং ঘর ভাড়ার (প্রায় ৩০০ কুইঃ) প্রতি মাসে এর জন্য উপযুক্ত ঠিকাদার ও ব্যক্তিবর্গের দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। দরখাস্ত ১৪/২/২০০০ থেকে ২৩/২/২০০০ পর্যন্ত অফিসে পাওয়া যাবে। দরখাস্ত জমা দেওয়া ও খোলার তারিখ ইং ২৫/২/২০০০ বিকাল ৩টা পর্যন্ত। অন্যান্য তথ্য ও বিশদ বিবরণের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বাঃ
সি, ডি, পি, ও রঘুনাথগঞ্জ-১ আই, সি, ডি, এস
প্রজেক্ট, মুর্শিদাবাদ

জমি বিক্রী

গোপালনগর (মিঞাপুর) ইটভাটার পাশে সদর রাস্তার কাছে প্লট করে জমি বিক্রী হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা—
ধ্রুব মুখার্জী, ট্যাক্স কনসালটেন্ট
রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

আসবাবপত্র ভাঙচুর (৩য় পৃষ্ঠার পর)

করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। কারণ, ছাত্রছাত্রীদের রেজিষ্ট্রেশনের কাগজপত্র সব বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেছে। নতুন অধ্যক্ষ আসার পরও কলেজে প্রায়ই হাঙ্গামা, গণ্ডগোল, ভাঙচুর লেগে থাকার ব্যাপারে অধ্যক্ষ বলেন, ছাত্র পরিষদের ছেলেরা নিয়মকানুন না মেনে গুণ্ডাবাজী করে আমাকে বেআইনী কাজ করাতে চাইছে। তা মানছি না বলেই কলেজে প্রায় অশান্তি লেগে থাকছে। গত ১ ফেব্রুয়ারী তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা অস্বাভাবিক ভর্তি ফি প্রত্যাহারের দাবীতে অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে রাখেন।

মহাসমারোহে শেষ হলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিবারের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তাই আমরা চাইব এই সব প্রতিষ্ঠানের উন্নতি। ২৪ জানুয়ারী অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনের প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় যোগাযোগ রাষ্ট্রমন্ত্রী তপন সিকদার মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর পক্ষ থেকে জনসেবায় উৎসর্গীকৃত এ্যাম্বুলেন্সটির উদ্বোধন করেন এবং গরীবদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ করেন। তপন সিকদারও তাঁর ভাষণে বিড়ি শিল্প কেন্দ্র অরঙ্গাবাদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার কথা স্বীকার করেন। তিনি জানান অরঙ্গাবাদ থেকে বিড়িতে যে কর আদায় হয় তার সামান্য অংশ এখানে ব্যয় করলে রাস্তাঘাটের এই হাল হয় না, পরিবেশেরও অনেক উন্নতি হয়। তপনবাবু জানান মুর্শিদাবাদের টেলিকম ডিষ্ট্রিক্ট ম্যানেজারের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি জেনেছেন অরঙ্গাবাদে এক্সচেঞ্জ অফিস খোলার মতো জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। সভা মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি মৃণালিনী বিড়ি কোম্পানীর কর্ণধারদের এক্সচেঞ্জ অফিস খোলার জন্য জায়গা দিতে অনুরোধ জানান। ২৫ জানুয়ারী রক্তদান শিবির ও ২৬ জানুয়ারী অনুষ্ঠানের শেষ দিন ছাবঘাটী কে, ডি বিদ্যালয় মাঠে মৃণালিনী বিড়ি একাদশ বনাম কলকাতা ষ্টার একাদশ প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় মোহনবাগানের প্রাক্তন খেলোয়াড়দের মধ্যে অংশ নেন শ্যাম থাপা, অতনু ভট্টাচার্য্য, কৃষাণু দে, প্রদীপ চৌধুরী, মিহির বসু প্রমুখ।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।